প্রচলিত ধারার ছাত্র রাজনীতি কাম্য নয়

মাথায় ব্যথা সারাতে মাথা কেটে ফেলা যায় কি?

মঙ্গলকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বিভিন্ন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের মাঝে এক অশুভ
প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতা শিক্ষা বা
জ্ঞান অর্জনের প্রতিযোগিতা নয়। সেই
প্রতিযোগিতা নিরীহ নিষ্পাপ কিছু ছাত্রছাত্রীর
বুকের তাজা রক্ত ঝরানোর প্রতিযোগিতা।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয় রক্তে রঞ্জিত অথচ শিক্ষা
প্রতিষ্ঠান জ্ঞান আহরণের পবিত্র স্থান।
প্রতিষ্ঠানের মত জ্ঞান বিতরণের স্থানকে
রক্ষক্ষেত্র বানানোর অশুভ প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত কিছু
দৃশ্য মানুষ।

রা জাতির শিক্ষা ব্যবস্থাকে
রছে বিপর্যস্ত। করছে কলুষিত। রক্তাক্ত।
ভিভাবকরা শংকিত। জাতি আতংকিত।
র্তমানে শিক্ষার যে মান। শিক্ষাদানকারী
ধিকাংশ শিক্ষকের যে ভূমিকা তা নিয়ে
াববার সময় এসেছে। সত্যিকার অর্থে
মরা যদি আমাদের সন্তানদেরকে
দরভাবে মানুষ করতে না পারি তাহলে
তির এই মেরুদণ্ড আগামীতে দেশের
ান ক্রান্তিকালে দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন
তে ব্যর্থ হবে। এমনিভাবে ছাত্রদের
কট জাতি আজন্মকাল ঋণী থাকতে চায়।
ত্রদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে চায়।
অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। কেন এই
নতি? কেন আগামী দিনের
তৃত্বদানকারী ছাত্রদের নিয়ে আমরা
ন্ত, শংকিত, হতাশাগ্রস্ত? কেন শিক্ষা
ষ্ঠানের পাশ দিয়ে চলার সময় পথচারীরা
র্ক সাবধানতার দৃষ্টিতে পথ চলে? হঠাৎ
বিপথগামী কোন ছাত্রের ক্রস ফায়ারে
াবী ছাত্রী সনির মত অকালে জীবন দিতে
সেই ভয়ে? এই আতংক শুধু
চারীদেরই নয়। এই দুর্ভাবনায় আতংকে
আজ গোটা জাত চিন্তিত। বই-খাতা নিয়ে যে ছেলেটি পড়াশুনার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে সকালে বেরিয়েছিল সে বিকালে ফিরে আসে বুলেটের আঘাতে রক্তাক্ত লাশ হয়ে। মা-বাবার রঙিন স্বপ্নের ভবিষ্যৎ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। সন্তানের লাশের সাথে চিরদিনের মতো তাদের স্বপ্নকেও মাটির নীচে চাপা দিতে হয়।

আমরা আজ যে যেখানে যে দায়িত্ব পালন করছি, একদিন সেই দায়িত্ব পালন করবে আমাদের সন্তানেরা, তারাই আমাদের পরিচয় বহন করে নিয়ে যাবে। আগামী দিনের সেতু বন্ধনে তারাই জাতির হাল ধরবে, নেতৃত্ব দেবে। তাই আজকের প্রচেষ্টাই আগামী দিনকে সুন্দর সমৃদ্ধিশালী করবে। কিছুদিন পূর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছাত্র রাজনীতি বন্ধ প্রসঙ্গে সকলের সহযোগিতা চেয়ে একটি সময় উপযোগী উদ্যোগ গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই আহবান সকল অভিভাবকবৃন্দের মনের ইচ্ছারই প্রতিফলন বলে আমি মনে করি। তার এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে আমাদের সকলের ঐকমত্য প্রয়োজন। বিশেষ করে প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগের সহযোগিতা অপরিহার্য।

ইতিমধ্যে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে বিরোধিতা করে বিবৃতি দিয়েছেন। কিন্তু ভালো ও মঙ্গলময় যে কোন উদ্যোগকে বাস্তবায়নে সকল দলমতের ঐক্যবদ্ধতা একান্ত প্রয়োজন। জাতির প্রত্যাশাও তাই।

ছাত্র রাজনীতির গৌরবময় কৃতিত্বকে খাটো করে দেখার অবকাশ কারো নেই। কারণ অতীতে ছাত্ররা জাতির ক্রান্তিকালে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। অনেক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তাই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার বিষয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে আলোচনার টেবিলে সবকিছু ভেবেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিভাবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা যায়। আজকের ছাত্র রাজনীতি এবং অতীতের সেই ছাত্র রাজনীতিতে পার্থক্যের ব্যবধান অনেক। তখন ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে শিক্ষকের রাজনীতির কোন সংশ্রব ছিল না। কিন্তু আজ কিছু স্বার্থান্বেষী শিক্ষক রাজনীতিকে অধ্যয়নের টেবিলে বই-কলমের পাশে রেখে এক মরণ ব্যাধির খেলা খেলছে। শিক্ষার পরিবেশকে করছে কলুষিত। অনেক শিক্ষকই শিক্ষার আলো না জ্বালিয়ে রাজনীতির হালুয়া-রুটি বিতরণে ব্যস্ত। এটা কারো কাম্য নয়। আজ অধিকাংশ শিক্ষক কোন না কোন রাজনৈতিক দলের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে তাদের স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত। আর ছাত্রদেরকে সেই ছাতার নীচে আশ্রয় দিতে রশি টানাটানির প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। এটা শিক্ষকের আদর্শ নয়। এর পরিণতি অশুভ। এই অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। আর তাই দেশের অধিকাংশ মানুষই প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন, যেমনি প্রশংসিত হয়েছে আদমজী জুটমিল বন্ধ করার দুঃসাহসিক পদক্ষেপ।

দেশের অধিকাংশ মানুষের সাথে আমিও একমত, প্রচলিত ধারার ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হোক। কিভাবে বন্ধ হবে সেই বিষয়ে সরকারী নীতিনির্ধারকবৃন্দ কি চিন্তা করছে জানি না। তবে ছাত্র রাজনীতি একেবারে বন্ধ না করে নতুন কোন কৌশল বের করা যায় কিনা এ নিয়ে সবাইকে ভাবার অনুরোধ করছি। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার প্রয়োজনে গঠনমূলক ভূমিকা পালনে ছাত্রদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

মাথাব্যথার কারণে মাথা না কেটে ব্যথা উপশমের ওষুধ আবিষ্কারে অভিনব পদ্ধতি বের করা যায় কিনা সরকারের নীতি-নির্ধারকবৃন্দকে ভাবতে হবে। সভা-সমাবেশ ও সেমিনারের মাধ্যমে উন্মুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে নতুন করে কৌশল বের করা যায় কিনা তাও ভাবতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমার কিছু প্রস্তাব উল্লেখ করছি। সম্পূর্ণ পরীক্ষায় ফলাফলের ভিত্তিতে অর্থাৎ নির্দলীয় মেধা তালিকার ভিত্তিতে ছাত্র রাজনীতি চালুর অভিনব পদ্ধতি।

যেমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক হাজার ছাত্র– তাদের মধ্য থেকে যে ছাত্র মেধা তালিকায় পরীক্ষায় ফলাফলের শীর্ষে তাকে ছাত্র পরিষদের প্রধান পদটি প্রদানের আহবান জানানো। সে যদি এই দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করে তাহলে তার নিম্নের ছাত্রকে আহবান করা হবে। এইভাবে সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে ক্রমানুসারে বিভিন্ন পদ পূরণ করা হবে।

আর এই পদ পূরণের দায়িত্ব পালন করবে শিক্ষকবৃন্দ। কোন রাজনৈতিক দলের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ থাকবে না। ক্ষমতা কুক্ষীগত করে আকড়ে ধরে থাকার প্রবণতাও তখন থাকবে না। শক্তির লড়াই থাকবে না। থাকবে মেধার লড়াই। জ্ঞান অর্জনের লড়াই। আদর্শ বিতরণের লড়াই। ছাত্ররা নেতৃত্ব লাভের প্রত্যাশায় অধিক বেশী পড়াশুনায় মনোযোগী হবে। ছাত্রনেতাদের মাথার উপর কোন অশুভ শক্তির ছায়া থাকবে না। মেধা বিকাশের পথ হবে সুগম মসৃণ। দুই বছর অন্তর নতুন নেতৃত্বের নিকট দায়িত্ব বদল হবে। সুশৃঙ্খল পরিবেশ আনয়নে মেধাবী ছাত্রদের ভূমিকা থাকবে অপরিসীম। এই পদ্ধতির ভিত্তিতে যদি মেধাবী ছাত্রদেরকে শিক্ষার উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করানো যায় তাহলে হয়তো দেশ ও জাতির অগ্রগতি উন্নয়নে ছাত্ররাও একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে।

তবে শিক্ষকদের রাজনীতি চিরতরে বন্ধ করা উচিত।

সবশেষ আমি চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগোপযোগী উদ্যোগের দ্রুত বাস্তবায়ন। চাই সকলের ঐকমত্য।

গাজী জাহাঙ্গীর
লেখক ঃ চলচ্চিত্র পরিচালক, চিত্রনাট্যকার
জে, এস, প্রোডাকশন্স
কাকরাইল, ফরিদপুর ম্যানশন, ঢাকা-১০০০।

সংশোধনী

গত ২৩ জুলাই মঙ্গলবার, দৈনিক ইনকিলাবের মুক্তাঙ্গন পাতায় প্রকাশিত প্রথম লেখাটির শিরোনামে 'যায় দিনের মিলাকে বলছি'র স্থলে 'যায় যায় দিনের মিলাকে বলছি' পড়তে হবে। বি.স